মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে সায়েন্স প্রজেক্টে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎ

জাতীয় পর্যায়ে স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আয়োজনে ‘স্মার্ট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলিং সিস্টেম’ প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

দেশব্যাপী ৮ হাজার ২৯টি স্টলের মধ্য থেকে বাছাই করে ৫৪৬টি প্রজেক্ট প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়। পরে জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত ১০১টি প্রজেক্টের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে পাঠানো হয়। প্রতিযোগিতায় ৭২ নম্বর প্রজেক্ট হিসেবে অংশ নিয়ে দিনব্যাপী উপস্থাপনার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

গতকাল ঢাকা থেকে বিজয়ী দলটি মেহেরপুরে পৌঁছালে আজ সকালে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১১টায় বিজয়ী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল এবং সন্ধানী সংস্থার কো-অর্ডিনেটর জাকি আল মুহতানাক।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী তিন শিক্ষার্থী ও দুই গাইড শিক্ষককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, “তোমাদের এই বিজয় শুধু মেহেরপুর জেলার নয়, এটি সমগ্র দেশের গর্ব। তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দেবে। তাই নতুন নতুন আইডিয়া ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেদের মেধার বিকাশ ঘটাতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিশুদের খুব ভালোবাসেন। তোমাদের উদ্ভাবনী চিন্তাকে দেশের কল্যাণে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে। সরকার এ ধরনের উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে বলে আমি আশা করি।”

উপাচার্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, “মাধ্যমিক পর্যায় শিক্ষার্থীদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়েই মেধা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। যে জেলা যত উন্নত, তার পেছনে রয়েছে সেই জেলার মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।”

তিনি বিজয়ী শিক্ষার্থী ও গাইড শিক্ষকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন এবং তাদের অনুভূতির কথা শোনেন।

বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত মেধাবী উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রযুক্তির কল্যাণে তারা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে গবেষণা ও শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

শেষে তিনি বলেন, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে যেকোনো প্রয়োজনীয় সহযোগিতা সবসময় প্রদান করা হবে।

ঝিনাইদহে ৪টি আসনের ১টিতে

বিএনপি ও বাকী ৩টিতে জামায়াত বিজয়ী

ঝিনাইদহে ৪টি সংসদীয় আসনের ১টিতে বিএনপি’র ধানের শীষ এবং বাকী ৩টি তে জামায়াতের দাঁড়িপাল্লা বিজয়ী হয়েছে।

ঝিনাইদহ-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মোঃ আসাদুজ্জামান পেয়েছেন ১লাখ ৭১হাজার ৫শ’৯৮ ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর দাড়িপাল্লা প্রতীকের এস এম মতিউর রহমান পেয়েছেন ৫৫হাজার ৫শ’৭৭ ভোট। এই আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ১লাখ ১৬হাজার ২১ ভোটে বিজয়ী হয়েছে। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ৩লাখ ২৫ হাজার ২শ’৭৮ জন।

ঝিনাইদহ-২ (ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুণ্ডু) আসনের ১৮৫টি কেন্দ্রের সর্বশেষ ফলাফলে জামায়াতের আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ১লাখ ৯৩ হাজার ৬শ’৩৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকের আব্দুল মজিদ পেয়েছেন ১লাখ ৭৫হাজার ৬৭ ভোট।

এই আসনে মোট ৫লাখ ৬হাজার ৬শ’৩২ ভোট এর মধ্যে পুরুষ ভোট রয়েছে ১লাখ ৬৪ হাজার ৭শ৭৮ ভোট এবং মহিলা ভোটার রয়েছে ১লাখ ৬৭ হাজার ৮শ’৯৭ ভোট।

ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর- মহেশপুর) আসনে জামায়াতের প্রার্থী মোঃ মতিউর রহমান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১লাখ ৭২ হাজার ৪শ’৩২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী ধানের শীষ প্রতীকের মেহেদী হাসান রনি পেয়েছেন ১লাখ ৪৮হাজার ৮২ ভোট। এই আসনে মোট কেন্দ্র ছিল ১৬৬টি এবং মোট ভোটার ৪লাখ ৩১হাজার ১৫ জন।

ঝিনাইদহ-৪ (সদরের আংশিক এবং কালীগঞ্জ) আসনের জামায়াতের প্রাথী মাও: আবু তালেব দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১লাখ ৪ হাজার ৩১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ সাইফুল ইসলাম ফিরোজ পেয়েছেন ৭৫হাজার ৭শ’৫০ ভোট এবং ধানের শীষের রাশেদ খান পেয়েছেন ৫৫ হাজার ৬শ’৭০ ভোট। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ৩লাখ ৩৩ হাজার ৪শ’৬১ ভোট।

মেহেরপুরের দুটি আসনে জামায়াতের প্রার্থী বিজয়ী

মেহেরপুরের দুটি আসনে জামায়াত ইসলামীর প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন আহমেদ খান ১২২৮২৯ ভোট পেয়ে বেসরকারি ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন পেয়েছেন ১০৪২২৪ ভোট।

অপরদিকে, মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা ৯৪১৬৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন পেয়েছেন ৮৫৬৮৯ ভোট।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের নির্বাচন কন্ট্রোল রুম থেকে এ তথ্য জানা গেছে। কেন্দ্র থেকে আসা ফলাফল ঘোষণা করেন স্ব স্ব উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মঞ্জু বিজয়ী

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মাহফুজুর রহমান মঞ্জু ৬৩ ভোট বেশি পেয়ে বেসরকারিভাবে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সোমবার সকাল জেলার ৪ টি ভোট কেন্দ্রে এ ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী মাহাফুজুর রহমান মুঞ্জ মোটরসাইকেল মার্কায় চুয়াডাঙ্গা সদর

উপজেলায় ৫৬, জীবননগর উপজেলায় ৮৬, দামুড়হুদা উপজেলায় ৯০ ও আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৯০ ভোটসহ মোট ৩১২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিন্বন্দী চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক আরিফিন আলম রঞ্জু ঘোটা প্রতিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় পেয়েছেন ৬১ ভোট। এ ছাড়া জীবননগর উপজেলায় পেয়েছেন ৩০, দামুড়হুদা উপজেলায় ২৮ ভোট ও আলমডাঙ্গা উপজেলায় ১৩০ সহ সর্বমোট ২৪৯ ভোট পেয়েছেন।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ নির্বাচনে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে (জীবননগর উপজেলা) সদস্য পদে ৬৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন মোসাবুল ইসলাম লিটন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কবির আহম্মদ পেয়েছেন ৪০। এ ছাড়া সদস্য পদে মিতা খাতুন পেয়েছেন ১৪ ভোট।

সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ইভিএম-এ এই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। জীবননগর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. মেজর আহাম্মেদ বলেন, সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ৪ নম্বর ওয়ার্ডে সদস্য পদে ৬৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন মোসাবুল ইসলাম লিটন।

এদিকে ৩ নম্বর ওয়ার্ডে (দামুড়হুদা উপজেলা) সদস্য পদে ৫৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন সিরাজুল ইসলাম। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শফিউল কবির পেয়েছেন ৩৮ ভোট। এ ছাড়া সদস্য পদে লস্কর আলী পেয়েছেন ২৩ ভোট।

এদিকে সংরক্ষিত সদস্য পদে ৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৯৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন কহিনুর বেগম। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিরিনা পারভিন পেয়েছেন ৮৬ ভোট।

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী

বিজয়ী

গত ১১ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে জেলা পরিষদে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এম হারুনর রশীদ।

বেসরকারী ফলাফলে তিনি পেয়েছেন ৪৭৮ ভোট এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আওয়ামী লীগ মনোনিত সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস পেয়েছেন ৪৬৩ ভোট। জেলা পরিষদে মোট ৯৫৪ ভোটের মধ্যে ৯৪১ ভোট পোল হয়েছে।

সোমবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে কঠোর নিরাপত্তা, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ উৎসবমূখর পরিবেশে বিকাল ২টা পযর্ন্ত জেলার ৬টি উপজেলায় ৬টি ভোট কেন্দ্রের মাধ্যমে এভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কেন্দ্রে ভোট গ্রহন বিলম্বিত হওয়ায় ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম এবং পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আশিকুর রহমান ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে তারিনীপুর ইয়াংষ্টার ক্লাব বিজয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের ৬ষ্ঠ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে টুর্নামেন্টের ৬ষ্ঠ ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে তারিনীপুর ইয়াংষ্টার ক্লাব বনাম লোকনাথপুর একাদশ।

খেলায় লোকনাথপুর একাদশ কে ১-০গোলে হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায় তারিনীপুর ইয়াংষ্টার ক্লাব।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে বিশেষ অতিথি সামসুল আলমের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় তারিনীপুর ইয়াংষ্টার ক্লাবের অধিনায়ক ১০নং জার্সি পরিহিত রায়হান কে । জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, রাজীব, স্বপন,রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ। ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ, আজমল।